বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) প্রণয়ন করা হয়। আইনটি ০১ অক্টোবর ২০০৬ সাল থেকে কার্যকর করা হয়েছে। এ আইনটি ১৯৬৮ সালে প্রণীত কোম্পানী মুনাফা (শ্রমিকদের অংশগ্রহণ) আইনের আধুনিক সংস্করণ। আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও বাধ্যবাধকতার অভাবে যথাযথভাবে কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়াও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ত্রয়োদশ বৈঠকে এ আইনটি সংশোধনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আইনটি সংশোধন পূর্বক 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৮ অক্টোবর ২০১০ তারিখে আইনটির একটি বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়।

ফাউন্ডেশনের জনবল

ফাউন্ডেশনের জনবল নিয়োগ দেয়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (শ্রম) ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক হিসেবে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করছেন। ফাউন্ডেশনের ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। উক্ত পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান মাননীয় মন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং ভাইস-চেয়ারম্যান সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক উক্ত বোর্ডের সদস্য-সচিব। শ্রমিক ও মালিক পক্ষের ৫ জন করে প্রতিনিধিসহ ৭ জন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের প্রতিনিধি উক্ত বোর্ডের সদস্য।

আইনের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ সাধন, অসুস্থ/অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান, দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারবর্গকে সাহায্য প্রদান, শ্রমিকদের জীবন বীমাকরণের জন্য যৌথ বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন করাসহ শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা স্টাইপেন্ড প্রদান করা ফাউন্ডেশনের মূল উদ্দেশ্য।

তহবিল

ফাউন্ডেশনের একটি 'শ্রমিক কল্যাণ তহবিল' রয়েছে। উক্ত তহবিলে এ পর্যন্ত **৭৩,৫০,৬৪,৩০৩.৮৪ (তিহাত্তর কোটি পঞ্চাশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার তিনশত তিন টাকা চুরাশি পয়সা)** টাকা জমা হয়েছে।

অগ্রগতি

আইনটি বাস্তাবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ফাউন্ডেশনের 'শ্রমিক কল্যাণ তহবিল' হতে আশুলিয়াস্থ তাজরীন ফ্যাশনস লিঃ এর অগ্নিকান্ডে এ পর্যন্ত নিহত (সনাক্তকৃত) ১০৯ জন শ্রমিকের প্রতি পরিবারকে ১ (এক) লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান/সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ঘটনায় নিহত, আহত ও অসুস্থ শ্রমিক/শ্রমিকের পরিবারের সদস্যদেরকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নির্মাণ শ্রমিকের ২টি সংগঠন এবং বাংলাদেশ মটরযান মেকানিক ফেডারেশনসহ মোট ৩টি সংগঠনের জন্য ৫ বছর মেয়াদী গ্রুপ বীমা স্কিম চালু করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সংগঠন ৩টির মোট ১৮৪৪ জন সদস্যকে উক্ত গ্রুপ বীমা স্কিমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এ বীমা স্কিমের বীমাকৃত অর্থের পরিমান ২ (দুই) লক্ষ টাকা। উক্ত বীমার বার্ষিক প্রিমিয়ামের পরিমাণ ১,৩০০/- (এক হাজার তিনশত) টাকা। যার মধ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৮৫০/- (আটশত পঞ্চাশ) টাকা ও শ্রমিক কর্তৃক ৪৫০/- (চারশত পঞ্চাশ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় সূচিত এ বীমা কর্মসূচি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনাযোগ্য। ভবিষ্যতে এ কর্মসূচি সব সেক্টরের শ্রমিকদের মাঝে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে যার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের সাথে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সম্পর্ক নিবিড়তর হবে।